Kautilya's Mandala Theory - Diplomacy. ~~[struck out]~~ / ~~[struck out]~~

কৌটিল্যের মণ্ডলাতত্ত্ব বা বিদেশনীতি বা কূটনীতি,

কৌটিল্যের কূটনীতি তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল মণ্ডলা সম্বন্ধীয় ধারনা, বলা বাহুল্য যে, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এই মণ্ডলা তত্ত্ব হল - অধ্যাপক ইউ. এন. ঘোষালের মতে - "A System of States bound by hostile, friendly or neutral relations with an ambitious Potentate as its central figure." অর্থাৎ" মণ্ডলাতত্ত্ব বৈরীতা, মিত্রতা এবং নিরপেক্ষ সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশিত করে, যার কেন্দ্রস্থলে বিজিগীষু রাজার অবস্থান",

দ্বাদশ রাজাকে কেন্দ্রকরে মণ্ডলা ধারনা গড়ে উঠেছে। এর প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে যে রাজা থাকেন - তিনি অন্যান্য রাজাদের উপর নেতৃত্ব আরোপ করেন এবং তিনিই নীতির চূড়ান্ত রূপদান করেন। একেই আগ্রাসনকারী নামে (বিজিগীষু) অভিহিত করা হয়। বিজেতার রাজ্যসীমানার মধ্যে যে রাজা সহ-অবিচরন করেন, তাকে 'শত্রু' বা 'অরি' বলে গন্য করা হয়। অরির পরবর্তী রাজাকে 'অলি' বা 'মিত্র' হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে শত্রুর মিত্র (অরিমিত্র), অন্য কোন মিত্রের মিত্র, শত্রুর মিত্রের মিত্র, এদেরকে কেন্দ্র করেই মণ্ডলা গঠিত হয়। রাজার সম্মুখে উপরোক্ত পাঁচজন থাকেন।

বিজেতার পশ্চাতে থাকে অব্যবহিত প্রতিবেশী, যাকে পশ্চাৎমুখী শত্রু (Rearward enemy) (Parshnigraha) বলে। তার পরের জনকে পশ্চাৎমুখী বন্ধু (Rearward enemy's ally). পশ্চাৎমুখী মিত্রের মিত্র (Rearward ally's ally) - তাহলে দেখা যাচ্ছে পিছনের সারিতে রাজার সংখ্যা চার জন।

একজন রাজা যিনি বিজেতার রাজার ভূখণ্ড এবং ঐ রাজার অব্যবহিত শত্রুপক্ষের রাজার কাছাকাছি থাকেন এবং ঐ উভয়রাজার বা একজন রাজার সাহায্যে সক্ষম হয়, তাকে মধ্যমা বলেন।

উপরোক্ত রাজ্য সমূহের ভূ-সীমার বাহিরে অবস্থান করেন এমন রাজা যিনি অতীব ক্ষমতাশালী এবং একক ভাবে বা যৌথভাবে শত্রুকে প্রতিহত করতে পারে বা সাহায্য করতে সক্ষম। তিনিই নিরপেক্ষ রাজা (উদাসীনা)।

এই বার জন রাজা হলেন প্রধান, অর্থাৎ পাঁচজন রাজার সম্মুখবর্তী, চারজন পশ্চাৎবর্তী, একজন মধ্যমা, একজন উদাসীনা ও একজন আগ্রাসক।

চিত্রের সাহায্যে মণ্ডলার তত্ত্ব বিষয়টি তুলে ধরা যায় →

Scanned with OKEN Scanner

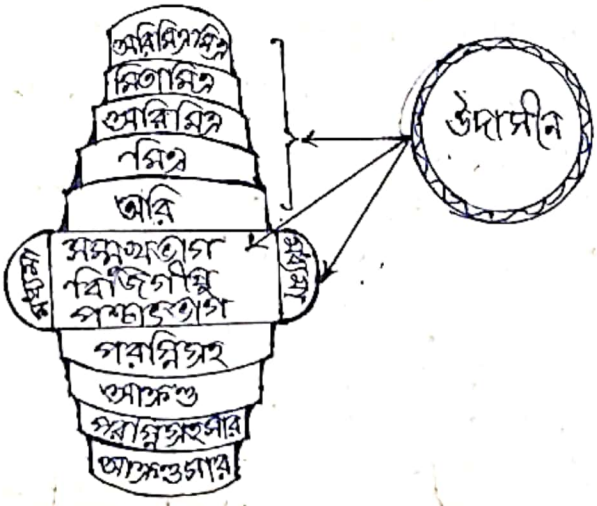

উক্তবারজন রাজাকে রাজার প্রকৃতি হিসাবে গন্য করা হয় এবং প্রত্যেকেরই পাঁচ প্রকার সার্বভৌমিকতার উপাদান আছে। এই পাঁচপ্রকার সার্বভৌম হল – অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষাধ্যক্ষ, দণ্ড, এছাড়া ষাট ধরনের দ্রব্য প্রকৃতি আছে, তা হল – উৎস সমূহ বা দ্রব্য প্রকৃতি, তাহলে দেখা যাচ্ছে বার প্রকার রাজ প্রকৃতি এবং ষাট প্রকার দ্রব্য প্রকৃতি একত্রে 72 প্রকার State circle-এর উপাদান।

একজন রাজা মণ্ডলা সমিতির কেন্দ্রবিন্দুতে তার মিত্রপক্ষসহ অবস্থান করেন। মণ্ডলার উপর এগারো জন রাজার এবং মানবিকতা পর্যবেক্ষন করে, যাতে তার রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে, তাছাড়া তিনি তার মিত্র পক্ষের সুনিশ্চিত অভিমতের মাধ্যমে রাজ্যপরিধি বিস্তৃত করতে পারেন। সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখেন।

মণ্ডলা ধারনার প্রধান লক্ষ্য হল - ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা (Balance of Power) এবং এই ধারনা একটা রাষ্ট্র যাতে তার উৎস সমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে, বিদেশনীতি গ্রহন করতে পারে, বাহিরের রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য পাওয়া যায়, শত্রুপক্ষের শক্তি প্রতিহত করা যায়। সেই বিষয়গুলিও তুলে ধরে। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভৌগলিক সীমানার গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার কথা এই মণ্ডলা ধারনায় ব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাপক রাধাকমল চৌধুরী তাঁর "Kautilyas political Ideas and Institutions" গ্রন্থে একে দ্বিমুখীনতা (দ্বিমেরুনতা) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে দ্বি-মেরুপ্রবনতা দেখা যায়, তা থেকে কৌটিল্যের দ্বি-মুখীনতা (Bio-centric) পৃথক। মণ্ডলা পদ্ধতির কার্যকরী বৈশিষ্ট্য (effective feature) হিসাবে অর্থশাস্ত্রের মধ্যে মধ্য ও নিরপেক্ষ রাজার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের মণ্ডলাতত্ত্ব ভারতীয় কূটনীতির ইতিহাসে বাস্তবতার একটি দিকের উদ্ঘাটন করেছে।

কৌটিল্যের মণ্ডলাতত্ত্বের ছয় প্রকার গুন (Six Gunas) উল্লেখ করেছেন, এই ছয় প্রকার গুন হল – ① সন্ধি, ② বিগ্রহ, ③ যান, ④ আসন, ⑤ দ্বৈতনীতি ও ⑥ সংশয়। কৌটিল্য গুন বলতে বিদেশনীতিকে বুঝিয়েছেন, মণ্ডলাতত্ত্বের মধ্যে কৌটিল্য ছয় প্রকার গুনের উল্লেখ করেছেন, রাষ্ট্রের চক্র হল – ছয় প্রকার নীতির উৎস। এই ছয় প্রকার নীতি হল –

① শত্রু সহকারে চুক্তি করা সন্ধি (Sandhi)।
② অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ হোল যুদ্ধ (Bigraha)।
③ শত্রুর অভিমুখে যাত্রা।
④ কোন পক্ষে যোগ না দেওয়া হোল নিরপেক্ষতা।
⑤ অন্য কোন শক্তিশালী রাজার রক্ষণ করাই হোল মিত্রজোট,
⑥ দ্বৈতনীতি, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে- vatavyadhi (বাতব্যাধি) - শান্তি ও যুদ্ধ - এই প্রকার নীতির কথা বলেছেন, কিন্তু কৌটিল্য উপরোক্ত ছয় প্রকার নীতির উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে উপরোক্ত ছয় প্রকার নীতি যুগপৎ প্রযুক্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নীতিগুলি রূপায়িত করতে গিয়ে ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন উপজাতি (Sub-courses of actions) প্রযুক্ত হতে পারে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের ষষ্ঠ ধারায় দুই-এর উপধারায় উল্লেখ করেছেন, শান্তি ও যুদ্ধের উৎস হোল- ছয়

যুদ্ধের রাজ-নীতির প্রয়োগ।

'সন্ধি' ও 'বিগ্রহ'- এর ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা ছাড়া পরিস্থিতি দৈব (Providental) প্রভাব ও গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমটি রাজের ন্যায়নীতির সংগে জড়িত এবং অপরটি প্রকৃতির শক্তির প্রতিকূল বা অনুকূল পরিস্থিতির সংগে সংশ্লিষ্ট। রাজা যখন কোন নীতি গ্রহণ করবেন তখন তার শক্তির (Strength) কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। কৌটিল্য বলেন, কোন রাজা যদি বিজ্ঞ হন, কিংবা রাজনীতিতে দক্ষ হন, তাহলে তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হলেও সমগ্র বিশ্বকে জয় করতে পারেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মণ্ডলতত্ত্বে বিজিগীষুর মাধ্যমে রাজনীতির সমস্যা সমাধানের কথা শুধুমাত্র বলেননি, তিনি 'মণ্ডল' তত্ত্বে 'আন্তঃরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টিও প্রতিফলিত করেছেন।

<u>সন্ধি (Sandhi)</u> :- কৌটিল্য শান্তির প্রতি শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা ভারতীয়দের এই চিন্তাদর্শে তুলে ধরেছেন, রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ শান্তি - এই ধারনা কৌটিল্য সম্যক রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। সন্ধি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শান্তির চুক্তিকে হীন সন্ধি বলা হয় এবং এর অন্তর্গত হল - ① Dandapanata - দণ্ডপন্থা (দণ্ড)।

② Kosapanata - কোষপন্থা (অর্থ)।

③ Desopanata - দেশোপন্থা (সীমানা)।

<u>বিভিন্ন ধরনের সন্ধি</u> :- জোটের প্রেক্ষাপটে সন্ধিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। সন্ধি স্থায়ী ও অস্থায়ী হতে পারে। এছাড়া সন্ধিকে আরও পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন -

① মিত্র সন্ধি :- একটা নির্দিষ্ট সময়ে মিত্রপক্ষের সংগে চুক্তি।

② হিরন্যসন্ধি :- স্বর্নসন্ধি।

③ ভূমি সন্ধি :- ভূখণ্ড দখল করার চুক্তি।

④ কর্ম সন্ধি :- অন্যান্য নীতি প্রয়োগ করার চুক্তি এবং অভিন্ন উদ্যোগের অর্থ প্রয়োগ চুক্তি।

⑤ অনাভসিতা সন্ধি :- অসীমায়িত ভূমিকে উপনিবেশিক করনের সন্ধি।

সন্ধির শ্রেনী বিভাগে কৌটিল্য সন্ধির বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করেছেন। যেমন -

① কোন বিশেষ লক্ষ্য ছাড়া সন্ধি।

② শর্তসাপেক্ষ সন্ধি।

③ সন্ধিভঙ্গ।

④ ভাঙা সন্ধির পুনরুদ্ধার।

বিগ্রহ :- কৌটিল্যের কূটনীতি সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করেন যে, তিনি কূটনীতির মধ্যে সামরিকবাদ (Militarism) কে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে যুদ্ধনীতির কৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

Scanned with OKEN Scanner

যুদ্ধ কৌশলের সংহিতা :- তিনি যুদ্ধ কৌশলের সংহিতা সম্পর্কে সাধারন বিবেচনা প্রসূত উপদেশ (Common-Sense advice) এর কথা উল্লেখ করেছেন। যদি কোন রাষ্ট্র তার বিরোধীর চেয়ে অনেকবেশী উৎকৃষ্ট বা শক্তিশালী হয়, তাহলে ঐ রাষ্ট্র ধর্মযুদ্ধনীতি অনুযায়ী করে থাকে। আবার যদি কোন যুদ্ধ দিনের আলোতে এবং স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তাকে বলা হয় কূটযুদ্ধ। কূটযুদ্ধ ছাড়া কৌটিল্য নিন্দ্যযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন, নিন্দ্যযুদ্ধ বলতে প্রতারনামূলক যুদ্ধকে কৌটিল্য বুঝিয়েছেন। আকাশ পথের যুদ্ধকে আকাশ যুদ্ধ বলে তিনি অভিহিত করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকেই এটাই প্রতীয়মান হয়যে, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে 'মণ্ডলা' সম্পর্কে যে ধারনা ব্যক্ত করেছেন তা কূটনীতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়, ভারতীয় কূটনীতির ইতিহাসে 'মণ্ডলা' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

Monty
30/3/2002